কী ধরনের ভোটদাতা কার পক্ষে				
	নৈতিক মূল্যবোধ	সন্ত্রাস	অর্থনীতি	ইরাক যুদ্ধ
কত ভোটারের কাছে এটাই প্রথম প্রশ্ন	২২%	১৯%	২০%	১৫%
এই ভোটারদের কত শতাংশের পছন্দ				
বুশ	*৮০%*	*৮৬%*	*১৮%*	*২৬%*
কেরি	*১৮%*	*১৪%*	*৮০%*	*৭৪%*

কেন কেরি নয়, বুশ

নৈতিক মূল্যবোধ আর সন্ত্রাস যাঁদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাঁরা বিশাল সংখ্যায় বুশকে ভোট দিয়েছেন। অর্থনীতি আর ইরাক যুদ্ধ যাঁদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাঁরা বিপুল সংখ্যায় কেরিকে ভোট দিয়েছেন। পূর্বোক্ত ভোটারদের সংখ্যা বেশি, তাই বুশ জিতেছেন। লিখছেন **মৈত্রীশ ঘটক**

এক আমেরিকান বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা, তোমাদের দেশে নাগরিকদের অধিকার আর ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ে এত আলোচনা, কিন্তু বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে তোমরা এ সবের একেবারে তোয়াক্কা কর না কেন বল তো, সে ভিয়েতনামই হোক আর লাতিন আমেরিকায় তোমাদের অনুগত একনায়কদের কীর্তিকলাপই হোক! আমার বন্ধু বলল, উত্তরটা খুব সোজা, ওদের তো ভোট নেই।

আমেরিকার সাম্প্রতিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রসঙ্গে কথাটা মনে পড়ল। আমেরিকার বিদেশ নীতির প্রভাব কমবেশি সব দেশের মানুষের ওপরেই পড়ে, কিন্তু আমার বন্ধুর ভাষায়, ওদের তো ভোট নেই। থাকলে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কাগজে প্রকাশিত সমীক্ষার ফল অনুযায়ী জর্জ ডব্লিউ বুশ কোনও ভাবেই জিততেন না। এমনকী ইরাক যুদ্ধে আমেরিকার প্রধান সঙ্গী ব্রিটেনেও বুশের থেকে কেরি অনেক গুণ বেশি জনপ্রিয়।

ভোট যাদের আছে, তাদের কথায় আসি। গণতন্ত্র নিয়ে চার্চিলের উদ্ধৃতি সুপরিচিত: 'It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.' আমেরিকার এই নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য গত কয়েক দিন ধরে গণতন্ত্র নিয়ে চার্চিলেরই অন্য একটি উদ্ধৃতি মাথায় ঘুরছে: "The best argument against democracy is a five minute conversation with the average voter."

আমেরিকার এই 'অ্যাভারেজ' ভোটার কে? কী তাঁর ভাবনাচিন্তা? বুশকে যাঁরা ভোট দিয়েছেন তাঁদের ৭৫% বিশ্বাস করেন, ইরাকে গণ-বিধ্বংসী অস্ত্র ছিল, আর সাদ্দাম হুসেন আল কায়দাকে প্রত্যক্ষ ভাবে মদত দিয়েছেন। কেরির সমর্থকদের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো। আরও আশ্চর্য ব্যাপার, বুশের সমর্থকদের এই মতামত কয়েক মাস আগের একটি সমীক্ষায় পাওয়া ফলের সঙ্গে প্রায় এক, যদিও এর মধ্যে তাঁদেরই দেশের দুটি সরকারি কমিশনের রিপোর্ট বেরিয়েছে (সি আই এ-র Duelfer Report ও 9/11 Commssion-এর রিপোর্ট) যাতে দ্বিধাহীন ভাবে বলা হয়েছে, এ দুটি বক্তব্যের সমর্থনে কোনও প্রমাণ মেলেনি। এ নিয়ে গণমাধ্যমগুলোতে যথেষ্ট চর্চাও হয়েছে। আসলে গণমাধ্যমগুলি তো নিরপেক্ষ ভাবে তথ্য পেশ করে না। সমীক্ষায় দেখা গেছে, টিভির দর্শকরা কোন চ্যানেলে খবর দেখেন তার প্রধান নিয়ন্ত্রক হল তাঁদের রাজনৈতিক মত। যেমন, রিপাবলিকান দলের সমর্থকরা পছন্দ করেন ফক্স টিভি আর ডেমোক্র্যাটিক দলের সমর্থকেরা সি এন এন, সি বি এস ইত্যাদি। একই খবর কত আলাদা ভাবে পরিবেশন করা যায় তা এই চ্যানেলগুলো না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ব্যাপারটা অবশ্য সব দেশেই কমবেশি আছে। মনে আছে, গুজরাতে দাঙ্গার সময়ে ওই রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষার কাগজগুলি আর সর্বভারতীয় ইংরেজি ভাষার কাগজগুলি একই ঘটনা কতটা আলাদা ভাবে পরিবেশন করছিল।

বুশের সমর্থকদের একটা বড় অংশ বিদেশ নীতি বিষয়ে এই ধরনের ভুল ধারণার বশবর্তী হলেও, দেশের অভ্যন্তরীণ নানা ব্যাপারে এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকা তো শক্ত। ২০০২ সালে বুশ যখন ক্ষমতায় আসেন, তার পর থেকে যে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে, তাতে লক্ষ লক্ষ লোকের চাকরি গেছে। শুধু তাই না। এই অর্থনৈতিক মন্দার মোকাবিলা করতে বুশের প্রধান আর্থিক নীতি হল বিত্তশালী শ্রেণীগুলির ওপর করের ভার কমানো। এর ফলে যেহেতু সরকারের আয় কমবে, তা সামাল দিতে নিম্নবিত্তদের জন্য সরকারের যে সব কল্যাণমূলক যোজনা আছে, সেগুলোর ওপর খরচ কমানো হয়েছে।

ধন্দ লাগতে পারে, রাম খেতে পাচ্ছে না বলে তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে শ্যাম, যার টাকার অভাব নেই, তাকে দিলে কি সমস্যা মেটে? উত্তর হল, শ্যাম সে টাকা বিনিয়োগ করতে পারে, আর তার থেকে কোনও এক দিন রাম চাকরি পেতে পারে। এমন নীতির ফলে কোথাও কখনও আর্থিক উন্নয়ন হয়েছে বলে প্রমাণ নেই, তবে স্বভাবতই এতে শ্যামের লাভ আর রামের ক্ষতি। তার মানে অন্তত অর্থনৈতিক কারণে তো রামের বুশকে সমর্থন করা উচিত নয়, তাই না?

অথচ, আপনি যদি আমেরিকায় আর্থিক ভাবে সবচেয়ে অনগ্রসর ১০টি রাজ্যকে নেন, সে গড় আয়ের দিক থেকেই হোক বা শতকরা কত ভাগ মানুষ দারিদ্র রেখার নীচে আছেন সেই হিসেবেই হোক, তার প্রত্যেকটিতে বুশ জিতেছেন। আর আর্থিক ভাবে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা প্রথম দশটি রাজ্য? প্রতিটিতে কেরি জয়ী। আসলে বুশের অর্থনৈতিক নীতিতে প্রত্যক্ষ ভাবে লাভবান হয়েছেন যাঁরা তাঁদের বাদ দিয়ে বাকি সবাই কেরিকে ভোট দিলে কেরি বিপুল ভোটে জিততেন।

তাই বুশের বিদেশ নীতি নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা নয়, অর্থনীতি নয়, অন্য কোথাও এই ধন্দের উত্তর খুঁজতে হবে। আংশিক উত্তর পাওয়া যাবে আমেরিকার ভূগোলে। বুশকে সমর্থন করা রাজ্যগুলো প্রধানত দেশের দক্ষিণে, যাকে ও দেশের 'bible belt' বলা হয়। এই রাজ্যগুলো অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাৎপদ, মূলত গ্রাম এবং ছোট মফস্সল শহরের সমষ্টি, সামাজিক ভাবে রক্ষণশীল, এবং এখানে খ্রিস্টান মৌলবাদীরা সমাজে প্রবল প্রভাবশালী। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় এই রাজ্যগুলি ছিল দাসপ্রথার সমর্থকদের পক্ষে।

টমাস ফ্রাঙ্ক 'What's the matter with Kansas' বইয়ে বর্ণনা করেছেন রিপাবলিকান দল বিগত কয়েক দশকে এ অঞ্চলের সামাজিক রক্ষণশীলতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামিকে ব্যবহার করে কী ভাবে তাদের সমর্থন কব্জা করে ফেলেছে, যদিও তাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচি অঞ্চলের সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী। একটা ছোট উদাহরণ দিই। ফ্রাঙ্কের বইয়ের নামে যে কানসাস রাজ্যের উল্লেখ আছে, গত ক'বছরে আমেরিকার জাতীয় সংবাদমাধ্যমে তার নাম বার বার এসেছে একটাই কারণে: ডারউইনের বিবর্তনবাদ খ্রিস্টধর্মের পরিপন্থী বলে সে রাজ্যে আন্দোলন চলছে, বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম থেকে এই বিষয়টি তুলে দিতে হবে। কৃষ্ণাঙ্গদের গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ষাটের দশকে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি কানসাসের মতো দক্ষিণের এই রাজ্যগুলোয় সমর্থন হারিয়েছে, তা আর ফিরে পেতে সক্ষম হয়নি।

আমেরিকার বিদেশ নীতির প্রভাব কমবেশি সব দেশের মানুষের ওপরেই পড়ে, কিন্তু ওদের তো ভোট নেই। থাকলে, বুশ জিততেন না। এমনকী ব্রিটেনেও কেরি অনেক গুণ বেশি জনপ্রিয়।

তবে এই রাজ্যগুলো তো গত নির্বাচনেও বুশকেই ভোট দিয়েছিল, তবু গোরে প্রায় জিতে গিয়েছিলেন। এ বার তা হলে কী কারণে বুশ জিতলেন? এর পিছনে দুটো মূল কারণ। প্রথমত, এই নির্বাচনে সন্ত্রাস আর ইরাক-যুদ্ধ মূল দুটো বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, যেগুলো গত বার প্রাসঙ্গিক ছিল না।

দ্বিতীয়ত, এ বার গত বারের তুলনায় প্রায় ১৪ লক্ষ লোক বেশি ভোট দিয়েছেন, ফলে গত বারের তুলনায় ভোটদাতাদের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১৪%। এই অতিরিক্ত ভোটারদের একটা বড় অংশ হলেন পূর্বোল্লিখিত খ্রিস্টান মৌলবাদী ভোটদাতারা। বুশের প্রধান উপদেষ্টা কার্ল রোভ, ক্ষুরধার রাজনৈতিক বুদ্ধির কারণে মার্কিন রাজনীতিতে যাঁর চাণক্যসুলভ ভাবমূর্তি, গত দুবছর তৃণমূল স্তরে গির্জাগুলির মাধ্যমে এই শ্রেণীর ভোটাররা যাতে বড় সংখ্যায় এই নির্বাচনে ভোট দেন তার জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন।

তালিকাটি থেকে দেখা যাচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ আর সন্ত্রাস যাঁদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (মোট ভোটারদের ৪১%) তাঁরা বিশাল সংখ্যায় বুশকে ভোট দিয়েছেন। অর্থনীতি আর ইরাক যুদ্ধ যাঁদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মোট ভোটারদের ৩৫%) তাঁরা বিপুল সংখ্যায় কেরিকে ভোট দিয়েছেন। পূর্বোক্ত ভোটারদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় বুশ জিতেছেন। হিসেব করলে দেখা যাবে বুশের জয়ের পিছনে নৈতিক মূল্যবোধ আর সন্ত্রাসবাদ, দুটি বিষয়ের গুরুত্ব প্রায় সমান সমান।

ডেমোক্র্যাটিক দল এই হারের ফলস্বরূপ এক গভীর আত্মসংকটের সম্মুখীন। গত দশটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁরা হেরেছেন এই নিয়ে সাত বার। কেউ মনে করছেন ভোটে জিততে গেলে দলের ডান দিকে ঝোঁকা উচিত, কেউ বলছেন না, বাঁ দিকে। যাঁরা আশাবাদী তাঁরা বলছেন, কিচ্ছু না করে চুপ করে বসে থাকা সবচেয়ে ভাল, কেননা বুশ পুনর্নির্বাচিত হবার আনন্দে আত্মহারা হয়ে এমন কাণ্ডকারখানা শুরু করবেন, তাতে চার বছর পর দেশের লোক ডেমোক্র্যাটদের 'রক্ষে করো' বলে ডাকতে আসবেন। আর যাঁরা নিরাশাবাদী তাঁরা কানাডা পাড়ি দেওয়ার কথা ভাবছেন।

লেখক লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ অর্থনীতির শিক্ষক